যুগান্তর

তারিখ: 5 JUN 2012 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামের ৩৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। জেলার ৬ শতাধিক স্কুলে খালি রয়েছে ৬৫২টি সহকারী শিক্ষকের পদ। দেড় সহস্রাধিক স্কুলের প্রায় ১৪ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছেন প্রধান শিক্ষকসহ মাত্র ১০ হাজার শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক না থাকায় সহকারী শিক্ষকদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের দায়িত্ব দিয়ে চালানো হচ্ছে স্কুলগুলো। এতে শিক্ষার মান পড়ে যাওয়ায় ঝরে পড়ছে দুর্বল শিক্ষার্থীরা। ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় মিলছে না কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি। চট্টগ্রাম জেলার ১৪টি উপজেলায় ১ হাজার ৬৩৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ বছর প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ১৩ লাখ ৬৪ হাজার ৫৯৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে ৯ লাখ ৯ হাজার ৯৭১ জন ছাত্র ও ৪ লাখ ৫৮ হাজার ৬২৪ জন ছাত্রী। কিন্তু এ বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের ১১ হাজার ৮৭টি পদ রয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের কম। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষকের পদ ১ হাজার ৬৩৪টি এবং সহকারী শিক্ষকের পদ ৯ হাজার ৪৫৩টি। প্রায় ৬ শতাধিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের ৯৮৪টি পদ শূন্য রয়েছে। শুধু গ্রামে নয়, নগরীতেও একই সংকট বিরাজ করছে। নগরীর ১৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৫০টিতেই শিক্ষক সংকট রয়েছে। ফলে পিডিপি-২ এর স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষক কর্তৃক ৪০ জন শিক্ষার্থী পাঠদানকে মডেল হিসেবে ধরা হলেও তা বাস্তবায়ন সুদূর পরাহত বলে জানিয়েছেন জেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তারা। শুধু নগরীর ৬টি থানা এবং উপজেলা সদরের ১৪টিসহ জেলায় ২০টি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য স্কুলের প্রায় সবগুলোতেই শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬০ থেকে ১০০ জনের বেশি বলে জানিয়েছেন শিক্ষক ও অভিভাবকরা। আবার অর্ধসহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের তুলনায় অবকাঠামো সংকট, শ্রেণীকক্ষ ও আসবাবপত্রের স্বল্পতা রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের গাদাগাদি করে শ্রেণী কক্ষে বসাতে হচ্ছে শিক্ষকদের। অতিরিক্ত দেড়-দুই গুণ শিক্ষার্থীর শৃংখলা বিধান এবং পাঠদানে হিমশিম খাচ্ছেন শিক্ষকরা। এছাড়া বিদ্যালয়গুলোতে করনিক বা পিয়ন না থাকায় দাফতরিকসহ সব ধরনের কাজ সারতে হচ্ছে শিক্ষকদেরই। ফলে শিক্ষক সংকট, সরকারি বিভিন্ন সংস্থার অতিরিক্ত কাজ, প্রাতিষ্ঠানিক কাজসহ শিক্ষকদের অসুস্থতাসহ নিয়মিত ছুটির কারণে প্রায় স্কুলে প্রতিদিন এক বা একাধিক ক্লাস বাদ যাচ্ছে। আবার প্রতি বছর সাপ্তাহিক ছুটিসহ ১১০ থেকে ১২০ দিন স্কুল বন্ধ থাকে। এতে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষক ও অভিভাবকরা। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও আদায়ের যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিত না হওয়ায় প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার আগেই ঝরে পড়ছে হাজার হাজার শিক্ষার্থী। অনেকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হচ্ছে। তাদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশও ঝরে পড়ছে বলে জানা গেছে। ২০১১ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১ লাখ ২২ হাজার ৯২ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮ হাজার ৯২০ জন অকৃতকার্য হয়েছে। অথচ মডেল স্কুলগুলোতে অকৃতকার্যের হার শূন্যের কাছাকাছি। চট্টগ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দিলরুবা আরা বেগম বলেন, যেসব স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই সেখানে সহকারী শিক্ষকদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দিয়ে চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। সহকারী শিক্ষকদের শূন্য পদগুলো পূরণ হলে এ সংকট কিছুটা কাটিয়ে ওঠা যাবে।

শিক্ষক অবকাঠামো আসবাবপত্রের সংকট